মুহাম্মদ (স.)

মরুর বুকে আলোর উদয়

জনাথন এ.সি. ব্রাউন

অনুবাদ :

সাবিহা শুচি

জাগ্রত রুহের জন্য

শিউলিমালা প্রকাশন

ইলা রূহী নাবিয়্যিনা (স.)

আমাদের কথা

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে মরুভূমির তপ্ত বালুর বুকে প্রশান্তির ফোয়ারা নিয়ে, জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারের মাঝে প্রখর দীপ্তিমান আলোকবর্তিকা হয়ে, কাবার মালিকের ইলাহী বার্তা নিয়ে আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা আব্দুল মুত্তালিবের সুসন্তান আব্দুল্লাহ এবং পুণ্যবতী পুত্রবধূ আমিনার কোল আলো করে যে শিশুটির আগমন ঘটে–যার আগমনে আসমানের ফেরেশতারা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন, অশান্ত-বর্বর পৃথিবীর বুকে যিনি আদালত ও মারহামাতের সুঘ্রাণ নিয়ে আসেন, ইয়াসরিবের বুক থেকে যিনি এক নতুন সভ্যতার সূচনা করেন, শত শত বছর ধরে প্রতিটি মুসলিমের হৃদয় যে নামে স্পন্দিত হয়–বিশ্ব মানবতার মুক্তির সেই মহান দূত, রাহমাতুল্লিল আলামিন, সকল পয়গম্বরদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)–এর সীরাত নিয়ে আজ অবধি অজস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তাঁকে নিয়ে নতুন করে লেখার এবং বলার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। বরং প্রতিনিয়তই তাঁকে নতুনভাবে জানার এবং বোঝার অবকাশ রয়ে যায়।

সেই বোঝাপড়ার তাগিদেই শিউলিমালা প্রকাশনের ক্ষুদ্র প্রয়াস–*মুহাম্মদ (স.) : মরুর বুকে আলোর উদয়* গ্রন্থটি। এই বইটি মূলত জনাথন এ. সি. ব্রাউনের কালজয়ী গ্রন্থ *Muhammad: A Very Short Introduction*-এর বাংলা অনুবাদ।

লেখক জনাথন ব্রাউন গ্রন্থটিকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে রাসূল (স.)-এর সম্পূর্ণ জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন এবং এই বর্ণনাটি তিনি মূলত ইবনে ইসহাকের সীরাতের সারসংক্ষেপ হিসেবে লিখেছেন।

এই সীরাতটির একটি বিশেষত্ব হলো–রাসূল (স.) যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে বেড়ে উঠেছেন, যেখানে হক্বের দাওয়াত দিয়েছেন এবং যেখানে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই সমাজকেও সমান্তরালভাবে পাঠ করার চেষ্টা

করা হয়েছে। মক্কাসহ সমগ্র জাজিরাতুল আরবের তৎকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, একইসাথে পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার হালচাল–সংক্ষেপে, কিন্তু শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। তবে রাসূল (স.)-এর (স.) জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে শুধু সমকালীন পরিস্থিতির আলোকেই ব্যাখ্যা করা হয়নি; উম্মতের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্মাণে সেগুলোর প্রভাব কেমন ছিলো-সেটিও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক ঐতিহাসিকভাবে সময়ের পরিক্রমায় সীরাত কীভাবে বর্ণিত হয়েছে, সীরাতের বর্ণনার ধরণ ও অগ্রাধিকার কোন কোন বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেসব বিষয়ে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ইবনে ইসহাকের সীরাতের পর্যালোচনা দিয়েই অধ্যায়টি শুরু করেছেন। সীরাত তার বর্ণনাকারীর সময় ও প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে-এই সত্যকে স্বীকার করেই লেখক একইসাথে সীরাত ও হাদীসের মৌলিক বিশুদ্ধতা নিয়ে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে নানারকম প্রশ্ন ও অভিযোগ রয়েছে, সেগুলো যুক্তিসংগতভাবে খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। বহুবিবাহসহ রাসূল (স.)-এর জীবনের যেসব ঘটনাকে অধিক হারে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেগুলোকেও খণ্ডন করেছেন। আধুনিক যুগে সীরাত পাঠ ও গবেষণার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সংক্ষেপে তার সীমাবদ্ধতাগুলোও উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে এসে তিনি মুসলমানদের জীবনে রাসূলে আকরাম (স.)-এর ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। বিশ্বনবী (স.) মুসলমানদের জীবনে আজও কীভাবে এবং কতখানি প্রাসঙ্গিক–সে বিষয়টি তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। চৌদ্দশ বছর পরেও আধুনিক বিশ্বে তিনি কীভাবে শুধু মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনেই নয়, বরং তাদের সামাজিক ও নাগরিক জীবনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক–তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। মুসলমানদের বিভিন্ন মাজহাব ও কালামী ধারার মধ্যে সীরাতের কিছু বিষয়ে মতভেদ থাকলেও রাসূল (স.)-এর মর্যাদা, বিশেষত্ব, গুণাবলি এবং অনুপম আদর্শ হিসেবে তাঁকে অনুসরণের ক্ষেত্রে যে ঐক্য–সেটিও তিনি আলোচনা করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান বিতর্কসমূহকেও তিনি রাসূল (স.)-এর প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সীরাতের তাৎপর্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। রাসূল (স.)-এর প্রতি ভালোবাসাকে উপজীব্য করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমৃদ্ধ শিল্প-সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে, সেগুলোও এই আলোচনায় উঠে এসেছে।

জনাথন ব্রাউন সেইসব হাতেগোনা সাহসী স্কলারদের একজন, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সেই সভ্যতার বস্তাপচা চিন্তা ও দর্শন তাদের জিহিন ও আকলকে দূষিত করতে পারেনি; বরং ইসলামের নূর তাদের আকলকে স্বাধীন এবং ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করেছে। তিনি এমন একজন লেখক, যিনি শুধু স্রোতের বিপরীতে হাঁটার সিদ্ধান্তই নেননি, বরং নিজের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে ন্যায়ভিত্তিক একটি সভ্যতার পুনর্জাগরণের পূর্বশর্ত হিসেবে হাকীকতমুখী জ্ঞানের অনুসন্ধান ও গবেষণায় নিজেকে নিবেদিত করেছেন। নিজের মাতৃভাষার পাশাপাশি তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছেন, যা আরব অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিষয়ে তার বোঝাপড়াকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে তিনি সীরাতকে শুধু মুসলমানিত্বের আবেগ দিয়ে নয়, বরং ইতিহাস পাঠের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোতেও বিশ্লেষণ করেছেন।

জনাথন ব্রাউনের আরেকটি বিশেষত্ব হলো–অল্প শব্দে গভীর ভাব প্রকাশ করার অসাধারণ ক্ষমতা। ফলে তুলনামূলকভাবে কলেবরে ছোট হলেও বইটিতে রাসূলের সীরাতের এমন অনেক দিক উঠে এসেছে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী–তরুণ অনুবাদিকা, লেখিকা ও গবেষিকা শ্রদ্ধেয়া সাবিহা শুচি। ইতোমধ্যেই তাঁর লিখিত ও অনূদিত বেশ কিছু প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নাল ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বইটি অত্যন্ত সাবলীল বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

সীরাতের মতো একটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং। তবে শিউলিমালা প্রকাশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাভাষী পাঠকমণ্ডলীর জন্য ভিন্নমাত্রিক ও যুগোপযোগী কাজ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। আশা করছি, এবারও পাঠক হতাশ হবেন না, ইনশাআল্লাহ।

একইসাথে আমরা এও জানি–মানুষের কোনো কাজই ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। কাজেই এই গ্রন্থের অনুবাদ, সম্পাদনা বা অন্য যেকোনো সম্ভাব্য ত্রুটি পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমরা আশা রাখছি।

অনুবাদিকার কথা

ইতিহাসের দীর্ঘ নদী বেয়ে কিছু কিছু নাম যুগের পর যুগ মানুষের স্মৃতি, চিন্তা ও অনুভূতির ভেতরে বেঁচে থাকে। সময় বদলায়, সভ্যতা বদলায়, ভাষা বদলায়, মানুষের জীবনযাপনের ধরনও পাল্টে যায়–কিন্তু কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন, যাদের উপস্থিতি কখনও ম্লান হয় না। তারা কেবল একটি জাতি, একটি ভূখণ্ড কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মানুষ নন; তারা হয়ে ওঠেন মানবতার সম্মিলিত স্মৃতির অংশ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) তেমনই এক অনন্য নাম।

চৌদ্দশ’ বছরেরও বেশি সময় আগে আরবের তপ্ত মরুর বুকে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিলো। চারদিকে তখন বিভক্ত সমাজ, গোত্রের অহংকার, বৈষম্য, অজ্ঞতা আর অনিশ্চয়তার অন্ধকার; সেই সময় তিনি মানুষকে আহ্বান করেছিলেন সত্যের দিকে, ন্যায়ের দিকে, দয়ার দিকে, জ্ঞানের দিকে, এবং এমন এক জীবনের দিকে, যেখানে মানুষের মর্যাদা বংশে নয়, সম্পদে নয়, বরং চরিত্র ও তাকওয়ায় নির্ধারিত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাঁর সেই আহ্বান শুধু একটি সমাজকেই বদলে দেয়নি; বরং বদলে দিয়েছিলো পৃথিবীর মানচিত্র, চিন্তার ধারা এবং কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের দিশা।

জনাথন এ. সি. ব্রাউনের *Muhammad: A Very Short Introduction* গ্রন্থটি এই অনুসন্ধিৎসু ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই বইয়ের বিশেষত্ব হলো–এটি মহানবী (স.)-এর জীবনকে শুধুমাত্র ঘটনাপঞ্জি হিসেবে তুলে ধরে না; বরং দেখাতে চায়, কীভাবে তাঁকে মুসলিম সমাজ দেখেছে, কীভাবে পাশ্চাত্য গবেষকরা দেখেছেন, এবং কীভাবে আধুনিক বিশ্বে তাঁর নাম, জীবন ও উত্তরাধিকারকে ঘিরে নানা আলোচনা গড়ে উঠেছে।

যখন এই গ্রন্থ অনুবাদের কাজে হাত দিই, তখন আমার মনে হয়েছিলো–বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের জন্য এ ধরনের একটি বই বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ আমরা অনেক সময় মহানবী (স.)-কে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, তাঁর নাম শুনে আবেগাপ্লুত হই; কিন্তু তাঁকে নিয়ে বিশ্বের বৌদ্ধিক পরিসরে কী আলোচনা

চলছে, ইতিহাস তাঁকে কীভাবে পাঠ করছে, কিংবা বিভিন্ন সভ্যতার চোখে তাঁর প্রতিচ্ছবি কেমন–সেসব জানার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। এই অনুবাদ সেই অভাব কিছুটা পূরণ করতে পারলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে আশা করি।

অনুবাদের কাজ কেবল শব্দ বদলের কাজ নয়। এক ভাষার বাক্যকে আরেক ভাষায় বসিয়ে দিলেই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় না। একটি ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তার সংস্কৃতি, তার আবেগ, তার চিন্তার ভঙ্গি, তার নীরব ইঙ্গিতও। তাই এই গ্রন্থ বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে মূল লেখকের বক্তব্য, ভঙ্গি ও সংযম অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছি; একই সঙ্গে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহ, সৌন্দর্য ও পাঠযোগ্যতাকেও গুরুত্ব দিয়েছি। কোথাও আক্ষরিক অনুবাদের বদলে ভাবানুবাদ গ্রহণ করেছি, কোথাও ব্যাখ্যামূলক ভঙ্গি নিয়েছি, যেন পাঠক মূল বক্তব্য থেকে বিচ্যুত না হন।

এই গ্রন্থটি রাসূলের প্রতি বিশ্বাস তৈরির উৎস নয়, আবার তাঁর প্রতি বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও নয়। যারা মহানবী (স.)-এর জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক ও চিন্তাশীল একটি ধারণা পেতে চান, যারা ইসলামী ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী, যারা পশ্চিমা একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে চান, কিংবা যারা কেবল মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং আপাদমস্তক বিপ্লবী একজন মানুষকে দেখতে চান–তাদের জন্য এই বই মূল্যবান সঙ্গী হতে পারে।

এই অনুবাদ যদি কোনো তরুণ পাঠককে রাসূলের সীরাত পড়তে উদ্বুদ্ধ করে, কোনো গবেষককে নতুন প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয়, কোনো সাধারণ পাঠকের মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসাও জাগায়, কিংবা কাউকে মহানবী (স.)-এর জীবনকে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করে–তবে এ প্রয়াস সফল বলে মনে করব।

তবে, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লেখক যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত পশ্চিমে অবস্থান করেছেন, তাই তিনি যে বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছেন, তাতে পাশ্চাত্যের ছাপ রয়ে গেছে; এবং অনেকক্ষেত্রেই এই বর্ণনাভঙ্গি অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় কয়েকটি স্থানে সংশোধন করা হয়েছে। আবার, লেখকের এই বইটি রাসূল (স.)-এর সীরাত নিয়ে ভূমিকামূলক একটি গ্রন্থ; আর রাসূলের সুবিশাল জীবনকে এতোটা অল্প পরিসরে নিয়ে আসাটা বেশ কঠিন একটি কাজ। এজন্য, লেখকের অনেক বর্ণনায় পাঠকের সামনে ধারণাগত অস্পষ্টতা তৈরি হতে পারে, এবং কয়েকটি স্থানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সীরাত-গ্রন্থগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। তাই, বইটি

অনুবাদের সময় এমন অনেক স্থানেই যথাসম্ভব স্পষ্ট ও পরিমার্জন করা হয়েছে। এছাড়াও, মূল বইয়ের কিছু কিছু অংশ আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপট এবং বইয়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হওয়ায় অনুবাদের সময় তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

সবশেষে, এই অনুবাদ পাঠকের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করছি–সকল ভালো দিক মূল লেখকের, আর যে কোনো ত্রুটি আমার সীমাবদ্ধতার ফল। পাঠকের সহৃদয় দৃষ্টি ও গঠনমূলক পরামর্শ ভবিষ্যৎ কাজকে আরও সমৃদ্ধ করবে–এই প্রত্যাশা রইলো।

এবং মহান রবের নিকট এই দোয়া করি যে, তিনি যেন অনূদিত এই গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের পরিশ্রমকেই কবুল করে নেন। আমীন।

সাবিহা শুচি

আজিমপুর, ঢাকা

এপ্রিল ২৫, ২০২৬

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১৭

প্রথম অধ্যায় : রাসূল (স.)-এর সীরাত ও তাঁর জীবন-সংগ্রাম ২১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইতিহাসে মুহাম্মদ (স.)-এর চিত্রায়ণ ৯৩

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পয়গম্বর (স.) ১২৩

তথ্যসূত্র ১৪৪

মুখবন্ধ

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

> "রাসূল তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী (খাতামুন নাবিয়্যিন)। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (আল-কোরআন, ৩৩:৪০)

রাসূল (স.)-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা-শুনতে সহজ কাজ মনে হলেও, বাস্তবে ততটা সহজ নয়। শুধু ইতিহাস বা জীবনী বর্ণনার দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে এটি হয়তো একজন গবেষকের জন্য আর দশটি বিষয়ের মতোই একটি বিষয় হতে পারে। কিন্তু, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম হৃদয়ে পয়গম্বর (স.) কীভাবে বেঁচে আছেন, কীভাবে তিনি শুধু অতীতের একজন মহান মানুষ নন, বরং আজও কোটি মানুষের ভালোবাসা, অশ্রু, পরিচয় ও রূহের অংশ হয়ে আছেন, সেই অনুভূতিকে ব্যক্ত করা ছিলো আমার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়।

২০০৬ সালের বসন্তে, আমি আবুধাবি ভিত্তিক 'তাবা ফাউন্ডেশন' আয়োজিত একটি মুসলিম-ড্যানিশ সংলাপে অংশ নিয়েছিলাম। তখন পৃথিবী উত্তাল; Denmark-এর এক সংবাদপত্রে রাসূল (স.)-কে নিয়ে অবমাননাকর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের পর মুসলিম বিশ্বে যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছিলো, তার রেশ তখনও কাটেনি।

ডেনমার্কের এক সংবাদপত্রে রাসূল (স.)-এর অবমাননাকর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের পর পৃথিবীজুড়ে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই প্রেক্ষাপটে এই সংলাপের আয়োজন করা হয়। ডেনমার্কের কয়েকজন প্রতিনিধি বিস্ময়-ভরে আমাকে বলেছিলেন, তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না; কীভাবে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, এমনকি রাসূল (স.)-এর মতো একজন ধর্মীয়

আইকনও মানুষের কাছে এতটা অর্থবহ হতে পারেন যে, তাঁর অবমাননার প্রতিবাদে মানুষ রাজপথে নেমে আসবে!

আমি তাদের বলেছিলাম, "আপনারা তাঁকে দেখছেন ইতিহাসের চোখে। আর মুসলিমরা তাঁকে দেখে হৃদয়ের চোখে"।

বিগত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে রাসূল (স.) মুমিনদের জীবনে এক নিবিড় সঙ্গী হয়ে আছেন। মদীনার মসজিদে নববীতে, সেই সুনিপুণ কারুকার্যখচিত গ্রিলের অন্তরালে তিনি মাটির কোলে শায়িত আছেন। মুসলিমদের মধ্যে এই শোকের এক অদ্ভুত প্রগাঢ়তা আছে। জিয়ারতকারীরা, এক অপার আকুলতায় সেই ধাতব শিকলগুলো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেন, কেবল তাদের প্রিয় নবীর এতটুকু সান্নিধ্য লাভের আশায়। আর তাদের মুখ থেকে যেন একটানা উচ্চারিত হয়, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।"

একবার এক মিশরীয় ব্যক্তি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আবেগকে আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। তাঁর কণ্ঠে ছিলো সেই করুণ আর্তনাদ, যেন তিনি আজই নিঃশেষ হয়ে যাবেন। একটি হুইলচেয়ারে বসা আরেকজন ভারতীয় বৃদ্ধ, যিনি নিরাপত্তারক্ষী এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মোনাজাতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মিনতি করছিলেন– যেন মদীনায়, 'রাসূলের নগরী'তেই তার মৃত্যু হয়, এবং এখানেই তাকে দাফন করা হয়। আরেকজন আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত হয়েছি। আপনি কি আমাকে নিয়ে গর্বিত? আমি তো আপনারই একজন উম্মত।"

আমি জানি, এই মুহূর্তগুলো, এই দৃশ্যগুলো যতটা শক্তিশালী, এই সম্পর্ককে কখনোই ততটা যুক্তিসংগতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, এটা যুক্তির বিষয় নয়, ভালোবাসার বিষয়। রাসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বের মাঝে এমন এক গভীর বন্ধন রয়ে গেছে, যা অতিক্রম করা যায় না। এটি এমন এক বন্ধন, যা শুধু একজন মুমিনের হৃদয়ে নয়, বরং পুরো উম্মাহর আত্মপরিচয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে। মদীনার সেই শহর থেকে শুরু করে, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, হাজারো মুসলিমের হৃদয়ে রাসূল (স.) এক অপরিহার্য, এবং এক আত্মিক অনুভূতি হয়ে রয়েছেন। মুসলিমদের কাছে তাদের অস্তিত্বের জন্য তিনি অবিচ্ছেদ্য এক অংশ; মুসলিম পরিচয়ের পরিচায়ক। মুসলিম হওয়ার প্রথম অনুভূতিটাই পাওয়া যায় সেই নূর এবং সেই সত্তার সাথে পরিচিত হবার মাধ্যমে।

একজন মুসলিম শিশু যখন প্রথম কালিমা শেখে, তখন নিজের অজান্তেই রাসূলের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। একজন মা তার সন্তানের কপালে চুমু দিয়ে দরূদ পড়ে, একজন যুবক বিপদে পড়ে রাসূলের সুন্নাহকে স্মরণ করে এবং একজন বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় তাঁর নাম নিয়ে চোখ বুজে; ঠিক এভাবেই প্রতিটি মুসলিমদের হৃদয়ে ঈমানের নূর জ্বলে উঠে তার জীবনের প্রতিটি ধাপকেই পরিগ্রহ করে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত আলোর মতোই, রাসূল (স.)-এর সেই নূরের অপরিহার্যতা তখনই তীব্রভাবে অনুভূত হয়, যখন তা হারিয়ে যায়। মুসলিমদের হৃদয়ে তখন শোনা যায় সেই হাহাকার, যখন সেই আলোকোজ্জ্বল নূরকে কেউ নিভিয়ে দিতে চায়।

আমার বিশ্বাস, এটি রাসূল (স.)-কে ঘিরে এই সুদূরপ্রসারী ও আবেগপূর্ণ অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান মুসলিমদের জীবনের এক গভীর রহস্য। তাঁর নাম, তাঁর পরিচয়, তাঁর জীবন; এগুলো মুসলিমদের অস্তিত্বকে ঘিরে রেখেছে। তাঁকে নিয়ে এই অনুভূতি, বিশ্বাস, গর্ব, এবং প্রতিরোধের একীভূত চরিত্র ইসলামী পরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনাথন এ. সি. ব্রাউন
জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া
২৯ জুন, ২০০৯